দৈনিক সংবাদ

44

18 MAY 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... ... ...৫ কলাম...৩... ...

লালমনিরহাটে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

পাটগ্রাম, ১৫ই মে (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।—লালমনিরহাট জেলার ৫টি উপজেলায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। জেলায় ৩শ'টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ ছাড়াও ৬০টির মত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়গুলোর বেশীর ভাগ ঘরেরই জরাজীর্ণ অবস্থা। কোনটির দরজা আছে তো বেড়া নেই, বেড়া আছে জানালা ও ছাউনি নেই। কোন বিদ্যালয় ভবনের ছাদ চুঁইয়ে পড়ে পানি। দীর্ঘদিন আগে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়গুলো আজ পর্যন্ত মেরামত করা হয়নি। চলতি বছরও হাতীবান্ধা উপজেলায় বেশ কয়েকটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন বিধ্বস্ত হয়েছে।

জেলার আদিতমারী উপজেলার ৪২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩০ টি বিদ্যালয় ঘরের অবস্থাই শোচনীয়। এগুলোর মধ্যে বালাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, মনিয়ারচর প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোদা প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুড়ারকুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিশমত বড়াইবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

ইতিমধ্যে জেলার বিভিন্ন উপজেলা পরিষদ ও ইউনিসেফের সাহায্যে কিছু বিদ্যালয়গৃহের সংস্কার করা হলেও তার সংখ্যা খুবই কম।

এদিকে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা সরঞ্জামাদি, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও ব্লাকবোর্ডের অভাব রয়েছে। অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে টিউবওয়েলও নেই। শিক্ষক সংকটও বিদ্যমান।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা আরও শোচনীয়।

রেলযাত্রীদের দুর্ভোগ

লালমনিরহাট-বুড়িমারী রেলপথে রেলযাত্রীদের দুর্ভোগ বেড়েছে। লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম, হাতীবান্ধা, কালীগঞ্জ, আদিতমারীসহ পাচটি উপজেলার প্রায় দশ হাজার যাত্রী এই রেলপথে দৈনিক আসা-যাওয়া করে। অথচ এই বিপুলসংখ্যক যাত্রীর জন্য রয়েছে মাত্র ৫টি ট্রেন। এর তিনটিই চলে রাতে। এই ট্রেনগুলোতে যাত্রীবাহী বগির সংখ্যা অত্যন্ত কম। ফলে শত শত যাত্রী ট্রেনের ছাদে চড়ে, সংযোগস্থলে বসে, মালগাড়ীতে উঠে এবং হ্যাণ্ডেলে বাদুড়ঝোলা হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করছে। এ ছাড়া এ লাইনের ট্রেনগুলোতে রাতে বাতি থাকে না, অন্ধকারে ট্রেনে প্রায়ই ডাকাতি হয়।

এই লাইনে লালমনিরহাটের পরে বুড়িমারী পর্যন্ত মোট তেরটি রেল ষ্টেশন আছে। এর বেশীর ভাগেই বিশ্রামাগার নেই। যে ষ্টেশন ক'টিতে নামমাত্র বিশ্রামাগার আছে তাতে বসাতো দূরের কথা দুর্গন্ধে ভেতরে ঢোকা যায় না।

এই লাইনের ট্রেনগুলোর নির্দিষ্ট কোন সময়সূচী নেই। তাছাড়া এই লাইনটির এমনই অবস্থা যে, গাড়ীর গতিবেগ

(২-এর পাতায় দেখুন)

লালমনির হাট

(৫-এর পাতার পর)

পনেরো মাইলের বেশী উঠানো যায় না। ফলে যাত্রীদের ভোগান্তির শেষ নেই। বিশেষ করে সংকটাপন্ন রোগীকে রংপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এক দারুণ ঝামেলার ব্যাপার। কেননা এই এলাকায় যানবাহিনের সম্বলই হলো রেলপথ।